বাবার অসুখ

সাঈম চৌধুরী

আশ্চর্য হওয়ার মতো ক্ষমতাও যেনো আমি হারিয়ে ফেলেছি। বাবা এমন কান্ড করতে পারেন, বিশ্বাসই হয় না। তিনি থানা হাজতের চেয়ারে বসে আছেন। ভীত-সন্ত্রস্ত। কপালের বাম পাশটা ফুলে আছে, ঠোঁটের কোণে রক্ত। বাবাকে ওরা পিটিয়েছে। তিনি চেয়ারে বসেছিলেন মাথা নিচু করে। আমাকে দেখতে পেয়ে একবার চোখ তুলে তাকান তারপর আবার চোখটা নামিয়ে ফেলেন। তার এই চোরা চোখের চাউনির দিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপাশে বসা পুলিশ অফিসার বুঝে নিতে পারেন, আমি কিসের জন্যে এসেছি। প্রথমে কার সাথে কথা বলবো, বাবার সাথে নাকি পুলিশ অফিসারের সাথে? মুহূর্তের দোটানায় পড়ে যাই।

পুলিশ অফিসার কথা বলার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন হয়তো, তাই প্রথম প্রশ্নটা আসে তার কাছ থেকেই। বাবার দিকে ইংগিত করে জানতে চান, কে হন আপনার?

আমি এক শব্দে উত্তর দেই, বাবা।

হাসেন পুলিশ অফিসার, আপনার বাবা ভালো কাজ করেছেন। বাংলাদেশের ডাক্তাররা অমানুষ। ওদের নজর থাকে পকেটের দিকে, রোগের দিকে নয়। সামান্য সর্দি-কাশি নিয়ে ওদের কাছে যান বলবে, এই টেস্ট করো, সেই টেস্ট করো, আরে বাবা টেস্টের রেজাল্ট দেখে ফাইভ পাশ ছোকরাও তো বলতে পারবে, ঘটনা কি। তার জন্যে তোদের কাছে যেতে হতে হবে নাকি?

পুলিশ অফিসার আমাকে বসতে বলেন। মনে হচ্ছে, বাবার অন্যায়টা তার খুব পছন্দ হয়েছে। তার হাবভাবে বোধ হয়, কেবলমাত্র আইনের দিকে তাকাতে হয় বলেই তিনি বাবাকে আপাতত থানায় বসিয়ে রেখেছেন, নতুবা সম্মানের সাথে বাসায় পৌঁছে দিতেন।

তবে পুলিশ অফিসারের মতো আমি আনন্দিত হতে পারছি না। বাবা যা করেছেন, সেটি ভয়াবহ অন্যায়। থানা থেকে যখন বাসায় ফোন করা হলো, ঘটনা শুনে আমি তাজ্জব বনে যাই। আমার বাবা একজন অতি ভীতু টাইপের মানুষ। জীবনে তিনি অসংখ্য বার একটা জিনিসই পেয়েছেন। সেটি ভয়। কিসে তিনি ভয় পাননি? আমাদের বাসার সামনে কয়েকটা বখাটে ছেলে আড্ডা দেয়। বাবা তাদেরও ভয় পান। ওদের সামনে পড়ে গেলে তিনি এমন ভাবে মাথা নিচু করে হাঁটেন যেনো মাথা সোজা করে দাঁড়ালে ওরা ক্ষেপে যেতে পারে। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে বাসার দরজায় ইয়া বড় তালা ঝুলিয়ে দেন। কতদিন বলেছি, যদি আগুন লাগে কিংবা ভূমিকম্প আসে তবে যে তালা বন্ধ হয়ে মরতে হবে। কে শোনে কার কথা? ঘুমানোর আগে প্রতিটি খাটের নিচ ভালো ভাবে দেখে নেন তিনি। চোর লুকিয়ে আছে কিনা! রাতে সামান্য শব্দ পেলেও জেগে উঠেন। ভয়ার্ত স্বরে বলেন, কে, কে?

বাবার এই ভীতিবোধ আমাদের কাছে কোনোকালেই ভালো লাগেনি। এত ভয় কেনো? পৃথিবীতো এখনও মানুষের দখলে। মানুষ আর যাই হোক অকারণে ভয়ংকর হয়ে ওঠেনা, মাথা সোজা করে দাঁড়ালে ওরা ক্ষেপে যায় না।

আজন্ম ভীতু আমার বাবা আজ তাঁর জীবনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো দুঃসাহসের কাজ করেছেন। ক'দিন ধরে তলপেটে ভীষণ ব্যথা তাঁর। রাতে ঘুম হয় না। মাকে বলে ডাক্তার দেখাতে এসেছেন। মা বলেছিলেন, আমাকে সঙ্গে নেয়ার জন্যে। তিনি রাজী হননি।

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অতুলকান্তি সেনের কাছে এসেছিলেন বাবা। ডাক্তারের চেম্বারে বলা নেই, কওয়া নেই, কারণ নেই হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে অতুলকান্তি সেনকে কষে একটা চড় বসান তিনি। আকস্মিক আঘাতে ডাক্তার ছিটকে পড়ে যান। টেবিলের কোণে লেগে তাঁর কপালের একটা অংশ থেতলে যায়। চিৎকার করে উঠেন তিনি। বাবা পালাতে চেষ্টা করেন। পারেন না। চেম্বারের লোকজন তাকে ধরে ফেলে। পুলিশে খবর দেয়া হয়।

অতুলকান্তি সেন বিখ্যাত চিকিৎসক। শহরে অনেক নামডাক তাঁর। রোগীর সাথে অমায়িক ব্যবহার করেন তিনি। বাবা কেনো তার ওপর এতোটা ক্ষেপে গেলেন?
পুলিশ অফিসারের কাছে জানতে চাই, এখন কি হবে?
আবার হাসেন তিনি। কি আবার হবে? তবে ইন্টার্নি ডাক্তাররা ক্ষেপে গেছে। অতুলকান্তি সেনতো মেডিকেল কলেজেরও প্রফেসর। স্যারের উপর আঘাত ছাত্ররা ভালো ভাবে নেয়নি। তবে ভয়ের কিছু নেই। যান, কোনো মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে আসেন। আপনার বাবাকে ছেড়ে দেবো।
সহজ কথা। বাবাকে এখন ছাড়িয়ে নিতে হলে প্রমাণ করতে হবে, তিনি মানসিক ভাবে অসুস্থ। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে না। এর মাঝে প্রতারণার মতো একটা বিষয় আছে। বাবা মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। তবুও জানতে চাই, এরকম সার্টিফিকেট কোথায় পাবো, কে দেবে?
পুলিশ অফিসার বলেন, ডাক্তারের পকেটে হাজার টাকা দিয়ে দিন, দেখবেন আপনার বাবাকে পাগলের রাজা বানিয়ে ছাড়বে। বলেছি না, ওরা টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। বুঝলেন, যদি একবার একজন ডাক্তারকে কোনোভাবে ধরে থানায় নিয়ে আসতে পারি, তাহলে ওদের বুঝিয়ে দেবো, পুলিশ কাকে বলে।
এই পুলিশ অফিসারের হয়তো চিকিৎসক বিষয়ক এমন কোনো স্মৃতি আছে যা মোটেও সুখকর নয়। তাই সুযোগ পেলেই তিনি তাদের দেখে নিতে চাইছেন। মনে মনে ভাবি, বাবার ভাগ্য ভালো তিনি একজন চরমপন্থী টাইপের পুলিশের হাওলায় আছেন।
এতক্ষণ ধরে বাবা একটি কথাও বলেননি। তিনি নীরব হয়ে আমাদের কথা শুনছেন। মনে হচ্ছে, মানসিক ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে আসার বিষয়টিও তার মনঃপুত হয়েছে। গল্প উপন্যাসের মতো তিনি আপত্তি জানিয়ে বলেননি, না আমি পাগল না, তোরা আমাকে পাগল বানিয়ে দিবি না। বরং পুলিশ অফিসারটি যখন এ কথা বলেন বাবার চেহারায় আমি সমর্থনের ইংগিত দেখতে পাই। থানায় বসে থাকতে নিশ্চয়ই তার ভালো লাগছে না। থানা-পুলিশকেও তিনি অসম্ভব ভয় পান।
বাবাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ডাক্তারের চেম্বারে কি ঘটেছিল, তার আগে অবশ্য জানা দরকার পেটের ব্যথা কমেছে কিনা? তাছাড়া বাবা সামান্য আহত। আমার এই দিকেও নজর দেয়া প্রয়োজন। মানসিক উত্তেজনার কারণে স্বাভাবিক বিষয়গুলো আমি এড়িয়ে যাচ্ছি।
বাবার কাছে জানতে চাই, ডাক্তারের ওখানে কি ঘটেছিল বাবা?
বাবাকে উত্তর দিতে হয়না। পুলিশ অফিসার বলেন, আপনার বাবাকে গত এক ঘণ্টা ধরে এই একটা প্রশ্ন আমি হাজার বার করেছি। তিনি কিছুই তো বলছেন না। ডাক্তার অতি অবশ্যই তাঁর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছেন। নতুবা এতোটা ক্ষেপে যাবেন কেনো তিনি?
পুলিশ অফিসারের কথা না শুনে আমি উত্তরের অপেক্ষায় বাবার দিকে তাকিয়ে থাকি। বাবা নিশ্চুপ। আবার প্রশ্ন করি এবং আবার। বাবা শুধু বলেন, আমার ভুল হয়ে গেছে খোকা। কিছুতেই ঘটনার বর্ণনায় তিনি যেতে চান না। সহজ ভাষায় ভুল স্বীকার করে যেনো এই প্রশ্নের যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসতে চান তিনি।
পেটের ব্যথা এখন তার কম। শরীরের আঘাতও মারাত্মক কিছু নয়। তার আঘাত অবশ্য আমাকে মানসিক ভাবে ভীষণ রকম অসহায় করে দিচ্ছে। কোনো সন্তানের কাছেই মার খাওয়া বাবার চেহারা দেখতে পাওয়াটা সহনীয় নয়। তবুও সেটাকে উপেক্ষা করছি। কোনো রকমে বাবাকে এখান থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলেই যেনো রক্ষা।
পুলিশ অফিসার আমাকে তাগাদা দেন তাড়াতাড়ি একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করে নিয়ে আসার জন্যে। আমি উঠে দাঁড়াই। বাবাকে এই প্রথমবারের মতো অভয় দিলে বলি, ভয় নেই।

পুলিশ অফিসার টেলিফোনে কথা বলছেন। কথার ফাঁকে আমার দিকে তাকান তিনি। হাত ইশারায় আবার বসতে বলেন। কিছু না বুঝেই বসি।

টেলিফোন রেখেই তিনি বলেন, ভয়ংকর ব্যাপার, ডাক্তাররা ক্ষেপে গেছে। কলজেটা কেঁপে উঠে আমার। বাবার দিকে তাকিয়ে দেখি, ভয়ে তাঁর চেহারাও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

পুলিশ অফিসার যা বলেন সেটি আসলেই ভয়ংকর। অতুলকান্তি সেনের কপালে তিনটি স্টিচ লেগেছে। তিনি ডাক্তারদের একটি সংগঠনের সভাপতি। সেই সংগঠনের সদস্যরা এই ঘটনায় ভীষণ ক্ষেপে গেছে। ক'দিন আগেও নাকি এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে, হাসপাতালে দু'জন ডাক্তারকে পিটিয়েছেন রোগীর স্বজনেরা। সব মিলিয়ে বিক্ষুব্ধ চিকিৎসকরা কিছুক্ষণ আগে তাদের একটি জরুরি সভা ডেকেছিলেন। সেই সভায় যাবার পথে অতুলকান্তি সেনের ছাত্র একদল ইন্টার্নি ডাক্তার হাসপাতালের গেটে রাখা একটি গাড়ি ভাংচুর করেছেন। শুধু তাই নয়, হাসপাতালে কয়েকজন রোগীর আত্মীয়ের সাথেও তারা উদ্ধত আচরণ করেন। দেখতে দেখতে বিষয়টি ডাক্তার এবং রোগীর স্বজনদের সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। খবর পাওয়ামাত্র পুলিশের একটা বিশাল টীম ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে। আমাদের পুলিশ অফিসারটিও সেই টীমের সাথে চলে গেলেন।

বাবা ভয়ে কাঁপছেন। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তার রুগ্ন-শীর্ণ শরীর স্থির থাকছে না। আমি উঠে গিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরি। মিনমিন স্বরে তিনি বলেন, ভুল হয়ে গেছে রে বাবা, ডাক্তারের কোনো দোষ ছিল না। সব দোষ আমার ।

সুযোগ পেয়ে আবার আমি জানতে চাই, কি ঘটেছিল বাবা? এ প্রশ্ন এলেই বাবা আশ্চর্য নিশ্চুপ হয়ে যান। আমি অন্য ভাবে প্রশ্নটা করি, বাবা তুমি কি নিজের অজান্তে ঘটনাটা ঘটিয়েছো, তুমি কি এই সময়ে সুস্থ ছিলে?

নিশ্চুপ থাকেন বাবা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি তাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকি।

ঘণ্টা দু'য়েক পর পুলিশ অফিসারটি আবার ফিরে আসেন। তাকে ক্লান্ত বিধ্বস্ত বলে মনে হয়। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, সরি আপনার বাবাকে বোধহয় ছাড়া যাবে না। ডাক্তাররা পাগল হয়ে গেছে। তারা আপনার বাবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছে।

কথা শুনে বাবা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। হো হো কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। পুলিশ অফিসারটি বাবার দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকেন।

আমি বলি, যদি কোনো ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে আসি এক্ষুনি।

মাথা নাড়েন পুলিশ অফিসার, কাজ হবে না। তাছাড়া সব ডাক্তার ঘটনাটা জেনে গেছেন। তারাও সার্টিফিকেট দেবেন বলে মনে হয় না।

কি করা যায়? কাতর স্বরে প্রশ্নটা করি। পুলিশ অফিসার আসলেই ভালো মানুষ। তিনি এখনো বাবাকে হাজতে নিয়ে যেতে বলেননি। আমার মতো করেই যেনো বাবাকে বাঁচানোর ব্যাপারে তার ভেতরে একটা বোধ কাজ করে। ভরসা হারা কণ্ঠে হলেও তিনি বলেন, দেখি কি করা যায়।

পুলিশ অফিসারের আসলে কিছুই করার নেই। ঘটনাটা অনেক দূর গড়িয়েছে। রোগীর স্বজনদের সাথে সংঘর্ষের পর ডাক্তারদের একটা অংশ হাসপাতালে রোগী দেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। বাংলাদেশে আসলে খুব সহজেই ধর্মঘট ডেকে বসা যায়। পান থেকে চুন খসলেই জ্বালাও পোড়াও। কেউ কেনো বুঝতে চাইছে না, আমার বাবা একজন মানসিক রোগীও তো হতে পারেন। মানসিক রোগী হওয়ার জন্যে কি ডাক্তারের সার্টিফিকেট খুব জরুরি? হঠাৎ কি সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন না অথবা কেউ কেনো জানতে চাইছে না, বাবা কেনো এমন ব্যবহার করতে গেলেন? ভেবে পাই না, বাবার কারণে ধর্মঘট ডেকে আর কি লাভ হবে? বাবা তো একা। তিনি যদি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হতেন তবে তার পক্ষ নিয়ে একদল মানুষ দাঁড়িয়ে যেতো। তখন বাবার অপরাধের বিনিময়ে হয়তো সেই রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা

নিতে পারতেন ডাক্তারদের কেউ কেউ। কিন্তু বাবার জন্যে কেউ দাঁড়াবে না। এই যে মাঝখান থেকে একটা সংঘর্ষ হলো, সেটি বাবার জন্যে নয়, ক্ষেপে যাওয়া চিকিৎসকদের সাথে ক্ষেপে যাওয়া রোগীর স্বজনদের চির পুরাতন দ্বন্দ্ব।

পুলিশ অফিসার বলেন, আপনার বাবা যদি বলতেন ডাক্তারের ওখানে আসলে কি ঘটেছিল, তাহলে ঘটনা বুঝে তাকে সাহায্য করা যেতো। কিন্তু আমার কেনো জানি মনে হচ্ছে, তিনি এ বিষয়ে কিছুই বলবেন না, এমনকি রিমাণ্ডে নিয়ে গেলেও না। কেউ কেউ এরকম হন। পুলিশে কাজ করে আর কিছু না হোক, মানুষ চিনেছি। তবুও দেখেন তাকে আবার জিজ্ঞেস করে।

অফিসারের কথামতো বাবাকে প্রশ্ন করি। আমাদের দু'জনকে চরম বিরক্ত করে তিনি এবারও নীরব থাকেন। বাবাকে ভীতু জানতাম, তিনি এত গোঁয়ার জানা ছিলো না।

পুলিশ অফিসারের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। তিনি আশ্চর্য রকম ভাবে আমাদের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছেন। যা ঘটছে তার সবটাই তিনি বলছেন। আমরা তাই বাইরের ঘটনা সম্পর্কে অবগত থাকছি। সর্বশেষ খবর হচ্ছে, বিক্ষুব্ধ চিকিৎসকদের সাথে রাত নয়টায় বৈঠক করবেন জেলা প্রশাসক।

পুলিশ অফিসার বলেন, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। শুধু শুধু ঝামেলা বাড়িয়ে কি লাভ? স্যারের ডাকা বৈঠকে উপস্থিত হয়ে আপনার বাবা ক্ষমা চাইলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।

বাবা এই মুহূর্তে অপরাধী। তাকে কিভাবে জেলা প্রশাসকের বৈঠকে নিয়ে যাওয়া যায় আমার বোধগম্য হয় না। অফিসারকে সেটি জানালে তিনি বলেন, চেষ্টা করলে সবই হয়। স্যারকে বুঝাতে পারলেই হলো। ঘটনাকে জটিল করেছে ছোকড়া ডাক্তাররা। তারা বৈঠকে থাকবে না। যারা থাকবেন, তারা অবশ্যই চাইবেন ঝামেলাটা শেষ হোক। একটা মানুষ যদি ক্ষমা চেয়ে বসেন তাহলে আর কি করার আছে?

অফিসার অবশ্য একবারও জানতে চান না আমরা ক্ষমা চাইতে যাবো কিনা। আসলে তিনি জেনে গেছেন, এখন আমরা সবকিছুতেই রাজী। এখন আমরা বাবা কিংবা পুত্র দু'জনেই ভীষণ রকমের ভয় পাচ্ছি।

কিভাবে কিভাবে জানি জেলা প্রশাসককে ম্যানেজ করে নেন পুলিশ অফিসার। বৈঠক শুরু করার কিছুক্ষণ আগেই পুলিশের গাড়িতে চেপে আমরা জেলা প্রশাসকের অফিসে চলে আসি।

বৈঠকের আর প্রয়োজন পড়ে না। যখন সব চিকিৎসকরা এসে উপস্থিত হন বাবা তাঁদের সামনে গিয়ে হাতজোর করে দাঁড়ান। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েন। কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার বড় বেশি ভুল হয়ে গেছে।

পৃথিবীতে আমি অনেক করুণ দৃশ্য দেখেছি, অনেক অসহায়ত্ব দেখেছি। আমার বাবার এই হাত জোড় দৃশ্যের কাছে তার সবটাই বড় বেশি ম্লান হয়ে যায়।

রিকশা করে বাড়ি ফিরছি। খুব করে বাবাকে জড়িয়ে ধরে রাখি। তিনি একটু পর পর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। আমি কিছুই বলিনা।

খানিক সময় চুপচাপ থাকার পর বাবা বলেন, বুঝলি খোকা একাত্তর সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো, তখন আমি শহরে আটকা পড়ে গেলাম। গ্রামে ফিরতে পারি না। কী যে ভয় লাগে। রাতে ঘুম আসেনা। মনে হয় এই বুঝি মিলিটারিরা এলো।

বাবা হঠাৎ মুক্তিযুদ্ধের গল্পে কেনো চলে গেলেন বুঝতে পারি না। আজ আসলে তার কি হয়েছে? তিনি বলে যান, একেকটা দিন যেনো একেকটা বছর। সপ্তাহ খানেক এভাবে যাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে যাই। বুঝতে পারি, শহরে যদি থাকি ভয়েই মারা যাবো। তাই একদিন কারফিউ উঠে গেলে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার পথ ধরি।

গল্পের এই জায়গায় এসে থামেন বাবা। চুলের মুঠি শক্ত করে ধরেন। কান্নার শব্দ বাড়ে। আবার কথা শুরু করেন তিনি, মিলিটারি পথ আটকায় আমার। আমি এখানে একা নয়। আরো দশ-বারো জন মানুষ। বোরকা

পড়া একটা মেয়েও আছে। তাদের আগে থেকেই একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। আমার রিকশা থামায় মিলিটারিরা। বয়সটা তখন এমন যে সন্দেহ করার মতোই। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েসিরাই তো মুক্তিযুদ্ধে গেছে। ওরা আমাকে টেনে হিঁচড়ে রিকশা থেকে নামায়। এটা সেটা নানা প্রশ্ন করে। আমি ভয়ে কাঁপতে থাকি।

বাবার গলার স্বর একাত্তরে পৌঁছে গেছে। তিনি যেনো এখন আর আমার পাশে নেই। তিনি যেনো দাঁড়িয়ে আছেন সেইসব কঠিন-কঠোর মিলিটারিদের সামনে।

বাবা বলেন, একজন অফিসার বুঝলি খোকা, একজন অফিসার পরিস্কার বাংলায় বলে, কাপড় খোলার জন্যে। আমি বুঝতে পারিনা ওরা আমাকে আসলে ন্যাংটা হতে বলছে। আমি ওদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। অফিসার কষে একটা চড় মারে। যেনো কোনো দুঃস্বপ্ন। আমি প্যান্ট খুলি। আন্ডারওয়্যার খুলি। সেই যে বোরকা পড়া মেয়েটি, এই সময়ে সে তার মুখ বোরকায় ঢাকেনা, খুলে রাখে। চমৎকার মায়াবতী চেহারা। বয়স বড়জোর একুশ কিংবা বাইশ। সামনে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে অসম্ভব রকমের বাজে সময়। মেয়েটির চোখ বলে দেয়, সে যেনো এই মুহূর্তে তাতে ভীত নয়। ঘোর লাগা চোখে সে তাকিয়ে থাকে, লজ্জায় সে চোখ ফিরিয়ে নেয় না, বিস্মিত হয়ে কেবলই তাকিয়ে থাকে। তারপর এক সময় আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। তার কান্না শুনে মিলিটারিরা অশ্লীল হাসি হাসে। ওপাশে একজন বয়স্ক পুরুষ, সম্ভবত সেই মেয়েটির বাবা দুই হাত দিয়ে মেয়েটির চোখ দুটিকে ঢেকে দিতে চেষ্টা করেন।

বাবা কাঁদেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন, ডাক্তার সাহেব যখন আমাকে কাপড় খুলতে বলেন, হঠাৎ আমার কি যে হয়, মনে হয় আমি যেনো এখানে নেই। আমি একাত্তরে চলে যাই। সেই মিলিটারি অফিসার, যে আমাকে কাপড় খুলতে বলেছিল, সেই বোরকা পড়া মেয়েটি, যে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। ঘটনাটিকে ভুলে থাকতে চেয়েছি। কাউকে কোনোদিন বলিনি। ডাক্তার আবার আমাকে বলেন কাপড় খোলার জন্যে। যেনো সেই কণ্ঠস্বর, সেই অশ্লীল আদেশ। আমি টের পাই আমার ভেতরে অন্য কেউ একজন জেগে উঠেছে। আমি অসুস্থের মতো, আমি পাগলের মতো ডাক্তারকে আঘাত করি। বাবা এবার শব্দ করে কাঁদেন। তার কান্না শুনে রিকশা চালক পেছন ফিরে তাকায়।

আমি কিছুই বলিনা। ডাক্তার অতুলকান্তি সেন বাবার আজকের বিষয়টা একদিন হয়তো ভুলে যাবেন। কারণ বাবা ক্ষমা চেয়েছেন। আমার বাবা তো কোনোদিন একাত্তরের সেই ঘটনা ভুলবেন না। কারণ কেউ তার কাছে কোনোদিন এই অমার্জনীয় অপরাধের জন্যে ক্ষমা চায়নি।